ইঁহার ভুজচ্ছেদনের পর শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জ্ঞান হয় এবং মহাভগবতচূড়ামণি শ্রীমহাদেবের প্রাপ্তিই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ আছে। ময় নামে একটি দানব ইঁহার সভা নির্ম্মাণাদি সময়ে পাণ্ডবসঙ্গ ও শ্রীভগবৎসঙ্গও হইয়াছিল, দেহান্তে শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে। বিভীষণ রাক্ষস হইয়াও শ্রীহনুমানের সঙ্গ এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়া প্রভু রামচন্দ্রের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। সুগ্রীব হইতে আরম্ভ করিয়া গজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই মৃগ অর্থাৎ পশুজাতি, তন্মধ্যে ঋক্ষ জাম্ববান্, ইহাঁর শ্রীভগবান রামচন্দ্রের সঙ্গ। গজ শব্দে গজরাজ—ইহাঁর পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গ বুঝিয়া লইতে হইবে। ইনি পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিলেন এবং বিষ্ণুব্রতপরায়ণ হইয়া কাল কাটাইতেন। তিনি কোনও সময়ে মৌনব্রতী হইয়া কুলাচল পর্ব্বতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীভগবানকে আরাধনা করিতেছিলেন। কোনও সময়ে অগস্ত্যমুনি সশিষ্য তাঁহার আশ্রমে আগমন করেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন না কিংবা কোনও আদর অভ্যর্থনা করিলেন না দেখিয়া মুনি ক্ষোভিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন। সেই অভিসম্পাতে গজরাজ দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন দেহে সৎসঙ্গ হইয়াছিল—ইহা বুঝা যায়। এই গজরাজ জন্মের শেষে শ্রীভগবৎসঙ্গের কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। গৃধ্র—জটায়ু নামক পাখী; ইহার শ্রীগরুড়, দশরথ প্রভৃতির সঙ্গ, শ্রীসীতাদর্শন ও শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শন, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সৎসঙ্গের কথা অতিশয় প্রসিদ্ধি না থাকায়, তাঁহার উদাহরণ উল্লেখ না করিয়া মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য প্রভৃতির উদাহরণ উল্লেখ করিতেছেন। বণিকপথ—তূলাধার ইঁহার মহাভারতে জাজলীমুনী ও গন্ধর্ব্ব প্রসঙ্গে প্রচুরতর মহিমা উল্লেখ করা আছে। অতএব ইঁহার সৎসঙ্গ ছিল—ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ব্যাধ—ধর্ম্মব্যাধ, ইঁহার প্রসঙ্গ আদি বরাহে উল্লেখ করা আছে। এই ধর্ম্মব্যাধ শূদ্র এবং অন্ত্যজ। কোনও প্রাচীন কলিযুগে বসুনামে বৈষ্ণব রাজা পূর্ব্বজন্মে মৃগভ্রমে একটি ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণটি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছিল। সেই বৈষ্ণব মহারাজ যখন প্রপঞ্চ লোকের ভিতরে সত্যলোকের উপরে অবস্থিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন, সেই ব্রহ্মরাক্ষস বৈষ্ণব বসুমহারাজের শরীরে প্রবেশ করে। পুনরায় সেই বৈষ্ণব মহারাজ যখন বৈকুণ্ঠ লোকের সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় রাজদেহ লাভ করেন, তখন তিনি দেখিলেন তাঁহার শরীরে ব্রহ্মরাক্ষস প্রবেশ করিয়া আছে। সেই রাক্ষস যাহাতে দেহত্যাগ করে,